ভূমিকা

মানিয়ে চলা যদি এক বিশেষ মানসিকতা হয় তবে প্রতিবাদ শব্দটি তার বিপরীত। কথাটি সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি সমান ভাবে প্রয়োজ্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। প্রতিবাদের লক্ষ্য থাকে স্পষ্ট—সামাজিক ন্যায় ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা। প্রতিবাদ কখনো প্রত্যক্ষ হয় আবার কখনো পরোক্ষও হতে পারে। সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিবাদকে পরোক্ষ প্রতিবাদই বলতে হবে। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে নাটক গণজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সংযুক্ত। তাই কোন নাট্যকার প্রতিবাদকে সমাজ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এরকমই একজন অন্যতম প্রতিবাদী নাট্যকারের নাম উৎপল দত্ত।

উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর নাটক রচনা করেছেন। তাঁর লক্ষ্যই ছিল পুঁজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠিত করা। তাঁর নাটকগুলিতে সামজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রতিবাদের রূপ কীভাবে প্রকট হয়েছে তার বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়। উৎপল দত্তের নাটকে প্রতিবাদী চেতনা বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আলোচ্য বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় - মানুষ উৎপল দত্ত তাঁর কৈশোর থেকেই কীভাবে ক্রমশ নাটকের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, স্কুল ও কলেজ জীবনে নাটক নিয়ে তাঁর অনুশীলন এবং তার পাশাপাশি বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে আস্থা স্থাপন এ দু'য়ে মিলে কীভাবে এক বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত নাট্যকার উৎপল দত্তের উত্থান ঘটেছে এ অধ্যায়ে তা দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - বাংলা নাটকে কীভাবে প্রতিবাদের ধারা ক্রমবিবর্তিত হয়েছে এবং এই প্রতিবাদের লক্ষ্য কী তারই বিশ্লেষণ রয়েছে এ অধ্যায়ে। এ বিষয়ে বাংলা নাটকের আদি পর্ব থেকে উৎপল দত্ত ও তাঁর সমকালীন নাট্যকারদের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় - উৎপল দত্তের নাটকগুলির মধ্যে কীভাবে কীসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সেটা কী প্রকৃতির প্রতিবাদ অর্থাৎ প্রতিবাদের বিভিন্ন বিষয় ও প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে এ অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় - উৎপল দত্তের নাটকগুলিতে প্রতিবাদকে তুলে ধরতে গিয়ে সাহিত্যমূল্যের কোন ক্ষতি হয়েছে, নাকি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেও শিল্পরূপ রসসিক্ত রয়েছে এবং কোন নাটকে তা কী পরিমাণে প্রাধান্য পেয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে এতে।

পঞ্চম অধ্যায় - প্রতিবাদী নাট্যকার হিসেবে উৎপল দত্তের বৈশিষ্ট্য বিচারই হল এ অধ্যায়ে মূল বিষয়। এ বিষয়ে উৎপলের সমকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট নাট্যকারের ধারায় উৎপলের প্রতিবাদী চেতনার বিশিষ্টতার সন্ধান করা হয়েছে।

উপসংহার - এই অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় উৎপল দত্তের নাটকের মধ্যে প্রতিবাদের যে স্বরূপ খুঁজে পাওয়া গেছে ও সেখান থেকে সমকালীন পরিস্থিতে যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে সে সব বিষয় উপসংহারে আলোচিত হয়েছে।

উৎপল দত্ত বাংলা নাটকের বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব। নাট্যকার অভিনেতা পরিচালক— তিনদিকেই তাঁর কৃতিত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর নাটকের মধ্যে এসে মিশেছে দেশ বিদেশের নাট্যকারদের ভাবনার ঐশ্বর্য, নিজের দেশ ও কালের ইতিহাস চেতনা এবং তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। ফলে তাঁর নাটকগুলির আপাত সারল্যের গভীরে নিহিত আছে এক জটিল বুনন। তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা সহজ নয়। আমি এই দুরূহ কাজে হাত দিয়ে এ কাজের জটিলতা বুঝতে পারি। আমার সাধ্যানুসারে একাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগতভাবে, একজন সচেতন মানুষ হিসেবে অন্য অনেকের মতো, নানা সামাজিক, রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা আমি কর্তব্য বলে মনে করি। এই চেতনাই আমাকে এ কাজে অনুপ্রাণিত করে। তাই উৎপল দত্তের নাটকে প্রতিবাদী চেতনা নিয়ে রীতিবদ্ধ আলোচনায় অগ্রসর হই। এ কাজের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমাকে সাহায্য করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়। তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও নিরন্তর উৎসাহে আমি আমার গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। সমান ভাবে কৃতজ্ঞ ওঁর স্ত্রী, আমার মাতৃপ্রতিম শ্রদ্ধেয়া তপতী ভট্ট মহাশয়ার কাছে যিনি সবসময়ে সন্তান স্নেহ প্রদান করেছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

এছাড়া আমার গবেষণা কর্মে সমস্ত রকম দুষ্প্রাপ্য তথ্য সরবরাহ করেছে, কোলকাতার নাট্যশোধ সংস্থান, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি, নাট্যচিন্তা ফাউণ্ডেশান, উৎপল দত্ত ফাউণ্ডেশান,

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র। এসব সংস্থার কর্মীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তার কর্মীদের কাছেও আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার স্ত্রী শ্রীমতী শুক্লা রায় ও আমার ভাগ্নে সুমন্ত বর্মণ সবসময় আমার পাশে থেকে আমার কাজে সমস্ত রকম সহায়তা করেছে এবং উৎসাহ যুগিয়েছে, এদের ভালোবাসার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার গুরুজন ও সকল শুভানুধ্যায়ীর ঐকান্তিক আগ্রহ আমার গবেষণার কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্যালক সুমিত রায়কে, সে আমার সঙ্গে থেকে কোলকাতার উক্ত সংস্থাগুলিতে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছে। ছাপার কাজে সাহায্য বুবুন কুমার বর্মণ ও সুজিৎ রায়। আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দেবার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকার কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও এ মুহূর্তে যাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না অথচ যাঁদের কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রসাদ চন্দ্র রায়